'বই কেনা'*

কাজী মোস্তাইন বিল্লাহ

কেউ নেতা-নেত্রী বা মন্ত্রী-উপমন্ত্রী হলে বোধকরি' শংসা-সাধুবাদ ইত্যাদির উপর তাদের একটা স্বাভাবিক অধিকার জন্মায়। এই অধিকারের জন্য তারা নিজেরা কতটা লালায়িত সেটা জানা না গেলেও এ বিষয়ে স্তাবকদের একদম তর সয় না। উপলক্ষ, তা সে ছোট হোক কি বড় হোক, পেলেই তারা 'আহাহা, বাহাবা' শোর তুলে প্রাণপ্রিয় নেতা-নেত্রীদের কীর্তি সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করে তোলার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। সমস্যা হলো যেমন স্তাবক আছে, তেমনি নিন্দুকও আছে এবং গোল বাধে এদেরকে নিয়ে। কীর্তিমানের প্রশস্তির ন্যায্য বেলুনটা চুপসে দেয়ার জন্য এদের আঙুল নিশপিশ করতে থাকে। গুণকীর্তন করতে করতে স্তাবকরা যদি বলেন, তাদের নেতা-নেত্রী আকাশ-বাতাস জয় করে ফেলেছেন, অমনি নিন্দুকেরা রোষে ফেটে পড়ে মাটির মানুষকে ধুলোয় টেনে নামাবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বিচারের ভারসাম্য নেই বলেই স্তাবক আর নিন্দুকের দ্বন্দ্বটা এত তীব্র। নিন্দুক যদি শত্রুর মাঝে সামান্য গুণও দেখতে পেতেন তাহলে স্তাবকও চক্ষুলজ্জার খাতিরে বীরপূজা একটু রয়েসয়ে করতেন। সবকিছু সাদা আর কাল মাত্র এই দুই রঙে না দেখে বাকি সব রঙের বৈচিত্র্যও পেতাম।

সম্প্রতি বাজেট ঘোষণার পর মাননীয় অর্থমন্ত্রীর স্তাবক (বোদ্ধা?) ও নিন্দুকদের তৎপরতায় উপরোল্লিখিত 'প্যাটার্নটিই' দেখা গেল। স্তাবকেরা 'শাবাশ শাবাশ' করতে করতে যেখানে বলেছেন মন্ত্রী আমাদেরকে একবিংশ শতাব্দীর 'চ্যালেঞ্জ' মোকাবিলার জন্য তৈরি করে ফেলেছেন, নিন্দুকেরা সেখানে মিথ্যাচার, চালাকি এবং তথ্য গোপন করার 'ডাক্তারি' ব্যতিরেকে কিছুই দেখতে পাননি। মাননীয় মন্ত্রীর খাঁটি স্তাবকদের মতো তার গুণগান করার আমার তেমন কোন সুযোগ কখনও ঘটেনি, তবে বর্তমান বাজেটে বইয়ের উপর করের প্রস্তাব করে তিনি আমাকেও নাড়া দিয়েছেন। কর কার্যকর হলে সরকারি রাজস্ব বাড়বে, তবে সে আর নতুন কি! বিড়ি-সিগারেটের উপর কর বসিয়েও রাজস্ব আয় বাড়ানো যায়। আমাকে তিনি স্পর্শ করেছেন অন্যভাবে। বইয়ের উপর করের প্রস্তাবকে বাঙালি চরিত্রের পর একটা 'পজিটিভ' ইঙ্গিত বলে মনে হয়েছে আমার কাছে। এরপর বাঙালি বই কেনে না বা বই বিরাগী এই দুর্নাম আশা করি ঘুচবে। বাঙালি চরিত্র সম্পর্কে এটি একটি মৌলিক আবিষ্কার এবং মাননীয় মন্ত্রী এ জন্য ধন্যবাদ দাবি করতে পারেন।

বাঙালি বইয়ের প্রতি বিরাগের জন্য পরিচিত, অন্তত সৈয়দ মুজতবা আলী তার রম্যরচনা 'বইকেনা'তে সেভাবেই বাঙালির চরিত্র তুলে ধরেছেন। বাঙালি বই কিনতে কৃপণতা করে, তাই সৈয়দ সাহেব তাকে অনেকটা ফুসলিয়ে বই কিনতে উৎসাহিত করার জন্য এ আশ্বাসও দেয়ার চেষ্টা করেছেন যে, বই কিনলে কেউ দেউলিয়া হয় না। রম্য রচনাটি ঠিক কবে লেখা হয়েছিল তা মনে করতে পারছি না, তবে বেশ আগে যে রচিত হয়েছে সে বিষয়ে কেন সন্দেহ নেই। ইতোমধ্যে বাঙালি চরিত্র অন্তত বই বিষয়ে পরিবর্তিত হয়েছে, অর্থাৎ বিরাগ ভুলে অনুরাগী হয়েছে এবং যথেষ্ট সংখ্যায় বই কিনছে না হলে মাননীয় মন্ত্রী এটাকে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির সূত্র হিসেবে চিহ্নিত কেন করবেন? পরিবর্তনটা ধরতে পারাকেই বলছিলাম মৌলিক আবিষ্কার।

কিন্তু প্রকৃত অবস্থাটা কি? পেশাগত কারণে বই নিয়ে নাড়াচাড়া করতে বাধ্য হওয়ায় বইয়ের উপর করের প্রস্তাবের প্রেক্ষাপটটি বোঝার চেষ্টা করছিলাম; নিজেকে প্রশ্ন করছিলাম সত্যিই কি বাঙালি বই নিয়ে এমনভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে যে সরকার এখান থেকে দু' পয়সা আয় করার কথা ভাবতে পারছেন। আবার একটু ভয়ও পেলাম; হুজুগে বাঙালি কি বই নিয়ে এমনভাবে মেতেছে যে, শয়নে স্বপনে ঘুমে জাগরণে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের মতো বই বই করে এমন আশেকান হয়ে পড়েছে যে নিরোধক কর চাপাতে হচ্ছে তার অভ্যাসের সংশোধন করতে? ক্রেতার সংখ্যা বেড়েছে ঠিকই, কারণ জনসংখ্যা বেড়েছে। এমন একটা সময় ছিল যখন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ছাত্রসংখ্যা হাজার ছুঁতো না, আর এখন কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যাই হাজারের অধিক। কিন্তু সংখ্যা বৃদ্ধি কি গুণগত বৃদ্ধির সূচক?

কতজন বাঙালি নিয়মিত বই কেনে এবং কত বিদেশী বই বিক্রি হয় আমাদের দেশে? ঠিক সংখ্যা আমার জানা নেই, তবে সেটা অতিবৃহৎ হওয়ার কথা নয়। কিছুদিন পূর্বে ভারতীয় লেখক অমিত চৌধুরী লিখিত একট বই বিক্রির হিসাব সম্পর্কে পড়ছিলাম। লেখক হিসেবে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত, লেখেন ইংরেজিতে, তারপরও ভারতের মতো অত বড় দেশে তার বই বিক্রি হয়েছে চার হাজার কপি। তাতেই লেখক খুশি। আমাদের লেখকেরা তাদের বইয়ের কত কপি ছাপেন এক দফায়? চার হাজার কি ছাড়ায়? খুব নামকরা বিদেশী বইও বা কত বিক্রি হয়? অরুন্ধতী রায়কে নিয়ে যখন হইচই চলছে তখনই বা তার বইয়ের কত কপি আমদানি হয়েছিল বা বিক্রি হয়েছিল? আমার মনে হয় না সংখ্যাটা তেমন আশাব্যঞ্জক কিছু। বইয়ের বাজার খুব রমরমা এ কথা বিশ্বাস করতে পারলে আনন্দিত হতাম, কিন্তু তার তেমন কোন সুযোগ নেই। সাধারণ পাঠকের কথা বাদ দিলাম, পেশাগত কারণে যারা বই কিনতে বাধ্য তারাও যে খুব স্বচ্ছন্দে কাজটা করতে পারেন তা মনে হয় না, বিশেষ করে উচ্চ মূল্যের কারণে। যার দাম এমনিতেই চড়া, কর চাপিয়ে তার দাম বাড়ানোর কারণটা কি? মাননীয় মন্ত্রী কি আমাদের বইপড়া থেকে নিবৃত্ত করতে চান অথবা বইয়ের প্রতি যে ভালবাসা দেখা গিয়েছে বলে মনে হয় তার পরীক্ষা নিতে চান? কর প্রস্তাব সম্পর্কে যে উচ্ছ্বাস বোধ করেছিলাম ক্রমান্বয়ে সেটা সন্দেহে রূপ নিচ্ছে।

সত্যিকারে রাজস্ব আয় এই করের ফলে কতটা বাড়বে তাও ভেবে দেখা দরকার। দেশী বা বিদেশী যে বই-ই হোক তার বড় ক্রেতা হলো বিভিন্ন লাইব্রেরি এবং এরা বই কেনে সরকারি অনুদানের টাকায়। তাহলে কর আরোপ করে লাভ কি? এক্ষেত্রে কি শুধুমাত্র সরকারি টাকার হাত বদল হবে না?

আরও প্রশ্ন আসে। বলা হয়েছে টেক্সট বই করের আওতায় পড়বে না। ভাল কথা, শিক্ষা সম্পর্কে সরকারের আন্তরিকতার পুনরায় প্রমাণ পেলাম। কিন্তু টেক্সট বইয়ের সংজ্ঞা কি হবে? বোর্ড যে বই ছাপে সেটাই টেক্সট বই, তাই কি? খুবই সঙ্কীর্ণ হয়ে যাবে না ব্যাপারটা? রবীন্দ্রনাথ কারো জন্য ড্রয়িং রুমের শ্রীবর্ধক, কারো আত্মার ক্ষুধার খোরাক, আবার কারো জন্য অবশ্য পাঠ্য অর্থাৎ টেক্সট। তাহলে রবীন্দ্রনাথ কোথায় টেক্সস আর কোথায় সাধারণ করযোগ্য পণ্য তা কিভাবে নির্ধারিত হবে? কর আইন করে বসলেও বাস্তব সমস্যার জন্য এটা কার্যকর করা কঠিন হবে।

সব বিচার করে বাঙালির বই কেনা সম্পর্কে সৈয়দ সাহেব যে বিরাগ লক্ষ্য করেছিলেন তার খুব পরিবর্তন হয়েছে তা বলা যায় না। এ বিষয়ে মন্ত্রীমহোদয়ের আবিষ্কারকে আর মৌলিক বলেও মনে হচ্ছে না। কারণ বই কেনে অল্প লোক এবং বইয়ের দামের কারণে বই কিনতে তাদের আরও মূল্যবান দু'চারটা জিনিস ত্যাগ করতে হয়। তবে বইয়ের বাজার যে একদম বাড়েনি সেটাও ঠিক নয়। অন্তত দুটো এলাকায় তার বেশ সম্প্রসারণ ঘটেছে : যেমন নোট বই, 'পপুলার' বই অর্থাৎ গল্প-উপন্যাসের বেশ বড় বাজার সৃষ্টি হয়েছে।

সৈয়দ সাহেবের 'বই কেনার' তালিকায় এসব বই স্থান পাওয়ার কথা নয়। এমন কোন বিষয় নেই বা পর্যায় নেই যার বোধহয় নোট বই পাওয়া যায় না - সে ক্লাস ফোর-ফাইভের টেক্সট বই হোক বা চিকিৎসাশাস্ত্রের মতো বিশেষ বিদ্যা হোক। নোট বই চলে দেদার । তার কারণও আছে। মূল বই বোঝার যোগ্যতা নেই অনেকের। তাছাড়া যেকোন 'কনস্যুমার' সমাজের এটাও একটা বড় বৈশিষ্ট্য। কড়ি ফেলে অন্যকে দিয়ে খাটিয়ে নিতে পারলে নিজে কেন খাটবে? বিদ্যা-বুদ্ধির জগতে বিদ্যার্থীরা এই ভাড়াটেদের' পরে নির্ভর করতে শেখায় নোট বই চলে, মারাত্মকভাবে চলে।

পপুলার বইয়ের বেলায় বাজার অত গরম না হলেও খুব একটা ঠাণ্ডা নয়। শোনা যায় 'পাবলিক এখানে খায়' এবং লেখক-পাচক যদি যথাযথ খাদ্য তৈরি করতে পারেন তাহলে স্বপ্নের বাড়ি-গাড়ি ধরাতেই ধরা যায়। কিন্তু বিক্রি হচ্ছে তাই বলে কি বলব যে কর দেয়ার মতো বয়স হয়েছে তার? সত্যিকার অর্থে আমাদের বিদ্যাচর্চার ইতিহাসওতো খুব পুরনো নয়। দেশের সবচাইতে পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়টির বয়সও তো শতবর্ষ পুরো হয়নি। এরই মধ্যে শিক্ষার উপকরণের উপর কর বসানো হবে শুনলে এদেরকে শিক্ষার বন্ধু না ভেবে শত্রু মনে করতে ইচ্ছে করে।

বাংলাদেশে কারা বই কেনে? আমার বিবেচনায় এদের তিন ভাগে ভাগ করা যায় : পেশাগত ক্রেতা, সৌখিন ক্রেতা এবং বিদ্যার্থী ক্রেতা। কিন্তু এই তিন শ্রেণীর ক্রেতার বই কেনাকে একত্র করলেও বই কেনা আমাদের একটা স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে বলা যাবে কি না সন্দেহ। অন্তত সৈয়দ মুজতবা আলী যে জাতীয় বই কেনার অভ্যাসের অভাবের জন্য আক্ষেপ করেছেন সে পর্যায়েও পৌঁছবে না। কারণ এই ক্রেতাদের একটা বড় অংশ বই কিনছে বাধ্য হয়ে এবং এই কেনার সংস্থান খুব সহজে হয় না। যারা বাধ্য হয়ে বই কেনেন তাদের কথা আলাদা, যেকোন মূল্যেই তাদের কিনতে হবে। কিন্তু বাকিদের কিনতে হয় তেল-নুন-চাল-ডালের হিসাব মিলিয়ে। আর এত হিসাব মিলিয়ে খুব সামান্যই তারা কিনতে পারেন। আর এতদিন যেটুকু পারতেন, কর বসালে সেটুকুও পারবেন না। সরকারকে হিসাব করে দেখতে হবে কর থেকে যে আয় হবে তার সাথে বই পড়তে না পারার জন্য যেটুকু ক্ষতি হবে তাতে পরিণামে কতটুকু লাভ হবে?

আমার এক বন্ধু আছেন বই কেনা যার নেশা। তার ব্যক্তিগত সংগ্রহ নিয়ে তিনি গর্ব করতে পারেন। বেশ রসিকতা করে বলে থাকেন চাল-ডালের দোকানে তার বাকি না পড়লেও বইয়ের দোকানে প্রায়ই বাকি পড়ে। তার মত 'কমপালসিভ' ক্রেতার সংখ্যা হাতেগোনা যাবে। বাকিদের অবস্থা সৈয়দ মুজতবা আলীর কৃপণ ক্রেতার মতো। কিনব কি কিনব না ভাবতে ভাবতে ট্যাকের কড়ির মায়াই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়।

তবে অবস্থা সামান্য উন্নতির দিকেই যাচ্ছিল। বই কেনার বিষয়ে বাঙালি বোধহয় তার অতীত কৃপণতা ছেড়ে হাত একটু খুলতে শুরু করেছিল, কিন্তু তারপরও আমার বন্ধুর মতো প্রয়োজনে দেউলিয়া হওয়ার সাহস অর্জন করেনি। অতটা দরকার নেই, তবে মাননীয় মন্ত্রীর প্রস্তাব কার্যকর হলে ক্রেতার কৃপণতা আরও রক্ষণাত্মক হবে। বই পড়ার লাভ, আর না পড়ার ক্ষতি নতুন করে ব্যাখ্যা করার দরকার নেই; পড়ার যে বিকল্প নেই সে কথা পবিত্র কুরআনেও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

অতীতের যেকোন সময়ের চাইতে বইয়ের কেনাবেচা এখন বেশি এবং এই কেনার অভ্যাস যখন ক্রমান্বয়ে গড়ে উঠছে মাননীয়মন্ত্রী তখনই তাকে কর চাপিয়ে নিরুৎসাহিত করার প্রস্তাব করেছেন। সহায়-সম্পদ হারিয়ে দেউলিয়া হলে সে ক্ষতির পূরণ হতে পারে, কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধিতে দেউলিয়া হলে সে ক্ষতি প্রায় অপূরণীয় হয়ে পড়ে। হঠাৎ এক ঝোঁকের মাথায় বাধ্যতা-মূলক ইংরেজি তুলে দিয়ে এখন ব্যাঙের ছাতার মতো ইংরেজি স্কুল, এ সেন্টার সে সেন্টার গজাচ্ছে, তারপরও কাঙ্ক্ষিত 'স্ট্যান্ডার্ড' খুঁজে পাচ্ছি না। শিক্ষার দেউলিয়াপনা একবার শুরু হলে তার প্রতিকার করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। বই কেনার 'পর কর বসিয়ে আমার মনে হয় মাননীয়মন্ত্রী তেমনি এক দেউলিয়াপনার বীজ পুঁততে যাচ্ছেন। স্তাবকরা এখন যাইই বলুক না, তার পোঁতা বীজ থেকে যে বৃক্ষ জন্মাবে তার ডাল-পালা, ফুল-ফল মাননীয় মন্ত্রীর নিন্দুকদের বাণীর সত্যতাই বহন করবে। ইতিহাসও তখন তার মূল্যায়নের জন্য কোন সুবচন খুঁজে পাবে না।

** নামটি সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখা থেকে ধার করেছি।*

JUL 13 1999